4th Sem SANSKRIT (DSC) (2020)

Paper = DSC-1D (CC4) // Sanskrit Grammar

Section - B // (Sandhi Prakaranam)

05/04/2020

10M/5M

1) অচ্ সন্ধি বিষয়ক কয়েকটি মুখ্য সূত্র আলোচনা করো?
2) হল্ (ব্যঞ্জনসন্ধি) সন্ধি বিষয়ক কয়েকটি মুখ্য সূত্র আলোচনা কর?
3) ইকো যণচি
4) অনচি চ
5) অলোঽন্ত্যস্য
6) এচোঽয়বায়াবঃ
7) আদ্ গুণঃ
8) উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ
9) পূর্বত্রাসিদ্ধম্
10) স্থানেঽন্তরতমঃ
11) স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ
12) ষ্টুনা ষ্টুঃ
13) তোর্লি
14) অচোঽন্ত্যাদি টি
15) আদ্যন্তৌ টকিতৌ
16) খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ
17) রূপসিদ্ধি // 2 Marks
18) ছোট প্রশ্ন

Section =

Scanned with CamScanner

১. অচ্ সন্ধি বিধায়ক কয়েকটি মুখ্য সূত্র আলোচনা কর। 10 Marks.

উঃ খুব কাছাকাছি দুটি বর্ণ থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য তারা এক সঙ্গে মিলিত হয়। এই জন্য পরস্পর সন্নিহিত দুই বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। সন্ধির অপর নাম সংহিতা। "পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা"। দীর্ঘ উচ্চারণ, উচ্চারণের কর্কশতা নিবারণ এবং ভাষাকে শ্রুতিমধুর করার জন্য সন্ধির প্রয়োজন।

সন্ধি করা বা না করা লেখকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কিন্তু কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সন্ধি অবশ্যই কর্তব্য। তা পাণিনি বৃত্তিতে উল্লিখিত হয়েছে।

"সংহিতৈকপদে নিত্যা ধাতুপসর্গয়োঃ।
সূত্রে সমাসে শ্লোকে চ বাক্যে সা চান্যত্র বিভাষিতা।।"

অর্থাৎ একপদে, ধাতু ও উপসর্গের মধ্যে এবং সমাসে সন্ধি অবশ্যই করতে হবে।

একপদের ক্ষেত্রে : নর + ঔ = নরৌ; নে + অনম্ = নয়নম্

ধাতু ও উপসর্গে : প্র + আহ = প্রাহ; সম্ + কৃতঃ = সংস্কৃতঃ।

সমাসের ক্ষেত্রে : দেব (দেবস্য) + আলয়ঃ = দেবালয়ঃ ; নদী (নদ্যাঃ) + অম্বু = নদ্যাম্বু।

বাক্যের ক্ষেত্রে : ত্বম্ গৃহম্ গচ্ছসি। ত্বং গৃহং গচ্ছসি। (সন্ধি করে)।— এখানে প্রথম বাক্যে সন্ধি করা হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে সন্ধি করা হয়েছে। তাই বাক্যের ক্ষেত্রে সন্ধি করা বা না করা সম্পূর্ণ বক্তার উপর নির্ভর করছে। বাক্যে শ্রুতিমাধুর্যের জন্য অনেক ক্ষেত্রে সন্ধি করা হয়।

সন্ধি তিন প্রকার—স্বরসন্ধি, ব্যাঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি।

স্বরসন্ধি : স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণে মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন—শশ + অঙ্কঃ = শশাঙ্কঃ; বিদ্যা + আলয়ঃ = বিদ্যালয়।

ব্যাঞ্জনসন্ধি : ব্যাঞ্জন বর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের বা ব্যাঞ্জন বর্ণের সঙ্গে ব্যাঞ্জন বর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যাঞ্জন সন্ধি বলে। যেমন—সৎ + চরিত্রম্ = সচ্চরিত্রম্; দিক্ + অন্তঃ = দিগন্তঃ; গচ্ছন্ + এব = গচ্ছন্নেব।

বিসর্গসন্ধি : বিসর্গের সঙ্গে স্বরবর্ণের কিংবা বিসর্গের সঙ্গে ব্যাঞ্জনবর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে বিসর্গসন্ধি বলে। যেমন—বালকঃ + অয়ম্ = বালকোহয়ম্; পুনঃ + অপি = পুনরপি; পূণ; + চন্দ্রঃ = পূর্ণশ্চন্দ্রঃ

অচ্ সন্ধি বিধায়ক কয়েকটি মুখ্য সূত্র নিম্নে আলোচনা করা হল—

(১) **ইকো যণচি**

সংহিতায় ইক্-এর স্থানে যণ্-আদেশ হয়। অর্থাৎ ইক্ (ই, উ, ঋ, ঌ) এর স্থানে যণ্ (য্ ব্ র্ ল্) হয় যদি অচ্ (অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ) পরে থাকলে এবং সংহিতা বা সন্ধির বিষয় হলে। সুধী + উপাস্যঃ

Scanned with CamScanner

—এইরূপ থাকলে। সুধী + উপাস্যঃ এই উদাহরণে সন্ধির বিষয় আছে। এই উদাহরণে ইক্ এবং অচ্ অনেকগুলি আছে। কিন্তু এই স্থলে প্রশ্ন হল কোন্ ইক্ এবং কোন্ অচ্-কে গ্রহণ করা হবে; তা এই সূত্রে স্পষ্ট করে বলা নেই। অর্থাৎ ইক্ পূর্বে থাকবে, নাকি অচ্ পূর্বে থাকবে। আর এই সমস্যাটিকে সমাধান করার জন্য বরদরাজ মহর্ষি পাণিনির পরবর্তী সূত্রটির (তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য) অবতারণা করেছেন।

- **তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য।**

সপ্তম্যন্ত পদের উচ্চারণ দ্বারা কোন কার্যের বিধান করা হলে তা সপ্তম্যন্ত পদ বোধিত বর্ণের অব্যবহিত (পরক্ষণেই) পূর্ববর্ত্তী বর্ণেরই হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট বর্ণের ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণেরই কার্য হয়। যে বর্ণ পরে থাকলে যে বর্ণের কার্য হবে সেই নির্দিষ্ট এবং কার্যাশ্রয় বর্ণ দুটির মধ্যে অপর কোনো বর্ণ থাকবে না—এটিই মূল অর্থ। যেমন—সুধী + উপাস্যঃ স্থলে নির্দিষ্ট উ-এই অচ্ বর্ণের ঠিক পূর্ববর্তী ঈ-কারেরই যণ্ আদেশ হয়। তবে 'যণ্' বলতে য্, ব্, র্ এবং ল-এই চারটি বর্ণকে বোঝায়। তাহলে ঈ-স্থানে কোনটির আদেশ হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে পরবর্তী পরিভাষা সূত্রের (স্থানেঽন্তরতমঃ) অবতারণা করা হয়েছে।

- **স্থানেঽন্তরমঃ** (১১)

কোন এক স্থানীর স্থানে প্রসঙ্গ উপস্থিত হলে সব থেকে সদৃশ অর্থাৎ সমান বর্ণের আদেশ হয়। সু ধ্ য্ + উপাস্যঃ এইরূপ হওয়াতে। সূত্রস্থিত 'স্থান' পদের অর্থ হল প্রসঙ্গ বা প্রাপ্তি এবং 'অন্তর' পদের অর্থ হল সদৃশ। অতিশয়িতঃ অন্তরঃ = অন্তরতমঃ অর্থাৎ অত্যন্ত সদৃশ। 'অন্তরতম' পদের দ্বারা প্রাপ্ত অনেকগুলি আদেশের মধ্যে যেটি অত্যন্ত সদৃশ তারই আদেশ হবে। মনে রাখতে হবে ঈষৎ সদৃশ আদেশ হবে না। যেমন—সুধী + উপাস্যঃ এই স্থলে ঈ-কারের স্থানে যণ্ অর্থাৎ য্ ব্ র্ ল্ আদেশের প্রাপ্তিতে স্থানীয় ঈ-কারের তালুস্থান হওয়ায় এবং য-কারেরও তালুস্থান হওয়ায় এবং তার ফলে ঈ-কারের অন্তরতম হওয়ায় য-কারেরই আদেশ হল। ফলতঃ 'সু ধ্ য্ + উপাস্যঃ' এইরূপ প্রাপ্ত হল।

- **অনচি চ** (১১)

অচ্-এর পরে যর্-এর বিকল্পে দ্বিত হয়, যদি না পরে অচ্ থাকে। এই নিয়মানুসারে ধ্-কারের দ্বিত্ব হয় > সু ধ্ ধ্ য্ + উপাস্যঃ এইভাবে। 'যর্'-প্রত্যাহার হল 'হযবরট্' মাহেশ্বরসূত্রের 'য'-থেকে শুরু করে 'শষসর্' মাহেশ্বর সূত্রের 'র্'-পর্যন্ত ৩২টি বর্ণের সংজ্ঞা। 'যর্'-সংজ্ঞক বর্ণের দ্বিত্ব হবে যদি তার পূর্বে স্বরবর্ণ অর্থাৎ 'অচ্'- থাকে এবং পরে 'অচ্'-(স্বরবর্ণ)-না থাকে; অর্থাৎ ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে। যেমন-'ধ্'-এর পূর্বে 'উ'-'অচ্' বর্ণ আছে; এবং পরে 'য্'-'হল্' বর্ণ আছে। সেই জন্য 'ধ্'-কারের দ্বিত্ব আদেশে সু ধ্ য্ উপাস্যঃ > সু ধ্ ধ্ য্ উপাস্যঃ রূপ হল।

- **এচোঽয়বায়াবঃ** (১৭)

অচ্ পরলে থাকলে এচ্ এর স্থানে যথাক্রমে অয়্, অব্, আয়্ এবং আব্ আদেশ হয়। 'অচ্'-বলতে বোঝায় সকল স্বরবর্ণ। 'এচ্' বলতে বোঝায়-এ, ও, ঐ, ঔ।

(ক) হরয়ে > হরে + এ > হর্ অয্ এ > হরয়ে।

হরে + এ এই অবস্থায় রকারোত্তরবর্ত্তী 'এ'-কারের 'অয়্' আদেশ হবে। অর্থাৎ "তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে

Scanned with CamScanner

পূর্বস্য" এবং "যথা সংখ্যামনুদেশঃ সমানাম্" এই দুটি সূত্রের দ্বারা এবং "এচোঽয়বায়াবঃ" পদ সিদ্ধ হয়।

(খ) বিষ্ণবে > বিষ্ণো + এ > বিষ্ণ অব্ এ > বিষ্ণবে বিষ্ণো + এ এই অবস্থায় "তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য" এবং "যথাসংখ্যামনুদেশঃ সমানাম্" এই দুটি সূত্রের দ্বারা এবং "এচোঽয়বায়বঃ" এই সূত্রের দ্বারা 'ও'-কারের 'অব্' আদেশ করে 'বিষ্ণবে' পদ সিদ্ধ হয়।

(গ) নায়কঃ > নৈ + অকঃ > ন্ আয় অকঃ > নায়কঃ নৈ + অকঃ এই অবস্থায় 'ঐ'-কারের 'আয়্' আদেশ হবে। অর্থাৎ "তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য" এবং যথাসংখ্যামনুদেশঃ সমানাম্' এই দুটি সূত্রের দ্বারা এবং "এচোঽয়বায়াবঃ" এই সূত্রের দ্বারা 'ঐ'-কারের 'আয়্' আদেশ করে 'নায়কঃ' পদ সিদ্ধ হয়।

(ঘ) পাবকঃ > পৌ + অকঃ > প্ আব্ অকঃ > পাবকঃ পৌ + অকঃ এই অবস্থায় 'ঔ'-কারের 'আব্' আদেশ হবে। অর্থাৎ "তস্মিন্নিতি নির্দিষ্ট পূর্বস্য" এবং "যতাসংখ্যা-মনুদেশঃ সমানাম্" এই দুটি সূত্রের দ্বারা এবং "এচোঽয়বায়াবঃ" এই সূত্রের দ্বারা 'ঔ'-কারের 'আব্' আদেশ করে 'পাবকঃ' পদ সিদ্ধ হয়।

আলোচ্যস্থলে 'ইকো যণচি' সূত্র থেকে 'অচি' পদটি অনুবৃত্তি হয়েছে। 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' সূত্রটি যুক্ত হয়ে 'এচোঽয়বায়াবঃ' সূত্রটির অর্থ হল—'অচ্' এর এবং 'অচ্' এর স্বর্ণের অব্যবহিত পূর্বে 'এচ্' থাকলে এবং 'এচ্' এর সবর্ণ থাকলে তাদের স্থানে যথাক্রমে অয়্, অব্, আয় এবং আব্ আদেশ হবে। এই সূত্রটি একটি বিধি সূত্র।

(v) • **আদ্ গুণঃ**

অ বর্ণের পরে অচ্ থাকলে পূর্বের অ-বর্ণ এবং পরের অচ্ এই উভয়ের স্থানে গুণ আদেশ হয়। উপেন্দ্রঃ। গঙ্গোদকম্। উপ + ইন্দ্র > উপ্ এ ন্দ্রঃ > উপেন্দ্রঃ। এই রূপ অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অদেঙ্ গুণঃ' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিনটি সূত্রের সাহায্যে 'আদ্ গুণঃ' এই সূত্রের দ্বারা অ-কার এবং ই-কারের স্থানে গুণ করে 'উপেন্দ্রঃ' পদটি সিদ্ধ হয়।

গঙ্গা + উদকম্ > গঙ্গ্ ও দকম্ > গঙ্গোদকম্। এই রূপ অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অদেঙ্ গুণঃ' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিনটি সূত্রের সাহায্যে 'আদ্ গুণঃ' এই সূত্রের দ্বারা অ-কার এবং উ-কারের স্থানে গুণ করে 'গঙ্গোদকম্' পদটি সিদ্ধ হয়।

(vi) • **উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ**

উপদেশে অনুনাসিক অচ্-এর ইৎ সংজ্ঞা হয় (পাণিনি প্রভৃতি আচার্য দ্বারা উক্ত বর্ণগুলি প্রতিজ্ঞা সমাধিগম্য আনুনাসিক্যবিশিষ্ট) লণ্ সূত্রস্থিত অ-বর্ণের সঙ্গে উচ্চার্যমান রেফ্ 'র্' এবং 'ল্' এই দুটি বর্ণের বোধক। আলোচ্য সূত্রে অনুনাসিক অচ্ এর ইৎ সংজ্ঞা করা হয়েছে। মুখ এবং নাকের দ্বারা উচ্চারিত বর্ণগুলিকে অনুনাসিক বর্ণ বলে। উচ্চারণ উপদেশ কালে হয়েছে। (বর্তমান পাঠকদের পক্ষে পাণিনি প্রভৃতি কোন্ কোন্ বর্ণকে মুখ এবং নাকের দ্বারা উচ্চারণ করেছিলেন তা জানলে কী ভাবে? তার উত্তরে বলা হল 'প্রতিজ্ঞানুনাসিক্যাঃ পাণিনীয়াঃ'। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা হতে অনুনাসিক্যে জানা হবে। 'এটি এই রূপ'—এইভাবে বলাটাকেই বলা হয় প্রতিজ্ঞা। পাণিনির শিষ্যরাই বলে দেবে যে এই এই বর্ণগুলি অনুনাসিক। আর যে বর্ণগুলি অনুনাসিক সেই বর্ণের ইৎ সংজ্ঞা হয়ে থাকে। যেমন— 'সু' বিভক্তির 'উ'-কার অনুনাসিক হওয়ায় তার ইৎ সংজ্ঞা এবং লোপ হয়; কিন্তু 'সুপ্' এর উ-কার অননুনাসিক, সে কারণেই এখানকার উ-কার লোপ হয় হয়না। যেমন— লতা

Scanned with CamScanner

শব্দে 'লতাসু'। পাণিনি 'উরণ্ রপরঃ' সূত্রে রপরঃ পদটির প্রয়োগ করেছেন। এখানে 'র' শব্দের দ্বারা 'র' প্রত্যাহার গৃহীত হয়েছে। এখানে 'হ য ব র ট্' মাহেশ্বর সূত্রের 'র্' এবং 'লণ্' এর 'ল্'-তে অবস্থিত অ— এই দুটিকে ধরে 'র' প্রত্যাহার হয়েছে। যদি 'ল্' এর অকার সানুনাসিক না হয় তাহলে তার ইৎ সংজ্ঞা হতে পারে না, অতেব পাণিনির এই 'র' প্রত্যাহারের ব্যবহার দেখে অনুমান করা যেতে পারে যে, 'লণ্' এই সূত্রের 'ল্' এর অ-কার অবশ্যই সানুনাসিক। সংজ্ঞাকে বলা হয় বোধক এবং সঙ্গীকে বলা হয় বোধ্য। অতএব 'লণ্' সূত্রে অবস্থিত ইৎ সঙ্গক অ-কারের সঙ্গে উচ্চারিত 'র্' একটি 'র' প্রত্যাহার হবে। এবং তা মধ্যস্থিত 'ল্' ও আদি বর্ণ 'র্' এর বোধক হবে।

• **পূর্বত্রাসিদ্ধম্** (VII)

সপাদ-সপ্তাধ্যায়ীর প্রতি ত্রিপাদী অসিদ্ধ। ত্রিপাদীতেও পূর্বের প্রতি পরবর্তীর সূত্র অসিদ্ধ। হর ইহ, হরয়িহ। বিষ্ণ ইহ, বিষ্ণবিহ। সংস্কৃত ব্যকরণে মহর্ষি পাণিনি প্রণীত মূল ব্যাকরণ গ্রন্থটির নাম হল 'অষ্টাধ্যায়ী'। এই অষ্টাধ্যায়ীতে মোট ৮টি অধ্যায় রয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যায় আবার চারটি করে পাদে বিভক্ত। প্রথম ৭টি অধ্যায় এবং ৮ম অধ্যায়ের প্রথম পাদকে সপাদ সপ্তাধ্যায়ী এবং অষ্টম অধ্যায়ের শেষ তিনটি পাদকে একত্রে ত্রিপাদী বলে। আলোচ্য সূত্রটি অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথম সূত্র। এর পূর্বের সকল সূত্রগুলি সপাদ সপ্তাধ্যায়ীর অন্তর্গত এবং এর পরবর্তী সূত্রগুলি ত্রিপাদীর অন্তর্গত। এই সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে পূববর্তী সপাদ সপ্তাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্রের প্রতি পরবর্তী সূত্র সমূহ অসিদ্ধ। 'পূর্বত্রাসিদ্ধম্' সূত্রটি একটি অধিকার সূত্র। সেজন্য পরবর্তী প্রত্যেক সূত্রে এর অধিকার থাকবে। পরবর্তী প্রত্যেকটি সূত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এটি জানাবে যে তুমি পরবর্তী সূত্রের প্রতি অসিদ্ধ। এইভাবে ত্রিপাদীর অন্তর্গত প্রত্যেকটি সূত্রও পরবর্তী সূত্রের প্রতি অসিদ্ধ হবে। যেমন—

হরে + ইহ — এইরূপ ক্ষেত্রে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই দুটি সূত্রের সাহায্যে 'এচোঽয়বায়াবঃ' এই সূত্রের দ্বারা এ-কারের 'অয়্' আদেশ করে হরয় + ইহ এইরূপ অবস্থায় 'লোপঃ শাকল্যস্য' এই সূত্রের দ্বারা অ-বর্ণ পূর্বে থাকায় এবং 'অশ্' প্রত্যাহারস্থিত বর্ণ পরে থাকায় পদান্ত 'য'-কারের লোপ হলে 'হর ইহ' পদ হয়। এবং লোপাভাবে 'হরয়িহ' এই পদ হয়। এখানে প্রশ্ন করা হয় 'য' কার লোপের পর 'হর + ইহ' এইরূপ অবস্থায় 'আদ্গুণঃ' সূত্রের দ্বারা পুনরায় কেন গুণ হল না। এর উত্তরে বলা হল 'পূর্বত্রাসিদ্ধম্' সূত্রানুসারে যে সূত্রের দ্বারা 'য'কার লোপ হয়েছে সেই সূত্রটি 'লোপঃ শাকল্যস্য' (৮।৩।১৯) ত্রিপাদীর সূত্র। আর 'আদ্ গুণঃ' (৬।১।৮৭) সূত্রটি সপাদ সপ্তাধ্যায়ীর সূত্র হওয়ায় 'আদ্ গুণঃ' সূত্রের দৃষ্টিতে 'লোপঃ শাকলস্য' সূত্রটি অসিদ্ধ হওয়ায় য-লোপটিও অসিদ্ধ। ফলত 'আদগুণঃ' সূত্রটি এখানে প্রযুক্ত হবে না।

বিষ্ণব্ + ইহ—এইরূপ ক্ষেত্রে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই দুটি সূত্রের সাহায্যে 'এচোঽয়বায়াবঃ' এই সূত্রের দ্বারা ও-কারের 'অব্' আদেশ করে বিষ্ণব্ + ইহ এইরূপ অবস্থায় 'লোপঃ শাকল্যস্য' এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত ব-কারের বিকল্পে লোপ করে 'বিষ্ণ ইহ' পদটি হয়। এবং লোপের অভাবে 'বিষ্ণবিহ' পদটি সিদ্ধ হয়। এখানেও 'পূর্বত্রাসিদ্ধম্' সূত্রানুসারে 'বিষ্ণ ইহ' স্থানে কোন্ গুণ হল না। কারণ 'আদ্ গুণঃ' সূত্রের দৃষ্টিতে 'লোপঃ শাকলস্য' সূত্রটি অসিদ্ধ।

Scanned with CamScanner

২। হল্ সন্ধি বিধায়ক কয়েকটি মুখ্য সূত্র আলোচনা কর।

উঃ খুব কাছাকাছি দুটি বর্ণ থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য তারা এক সঙ্গে মিলিত হয়। এই জন্য পরস্পর সন্নিহিত দুই বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। সন্ধির অপর নাম সংহিতা। "পরঃ সন্নিকর্ষঃ সংহিতা"। দীর্ঘ উচ্চারণ, উচ্চারণের কর্কশতা নিবারণ এবং ভাষাকে শ্রুতিমধুর করার জন্য সন্ধির প্রয়োজন।

সন্ধি করা বা না করা লেখকের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কিন্তু কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সন্ধি অবশ্যই কর্তব্য। তা পাণিনি বৃত্তিতে উল্লিখিত হয়েছে।

"সংহিতৈকপদে নিত্যা ধাতুপসর্গয়োঃ।
সূত্রে সমাসে শ্লোকে চ বাক্যে সা চান্যত্র বিভাষিতা।।"

অর্থাৎ একপদে, ধাতু ও উপসর্গের মধ্যে এবং সমাসে সন্ধি অবশ্যই করতে হবে।

একপদের ক্ষেত্রে : নর + ঔ = নরৌ; নে + অনম্ = নয়নম্

ধাতু ও উপসর্গে : প্র + আহ = প্রাহ; সম্ + কৃতঃ = সংস্কৃতঃ।

সমাসের ক্ষেত্রে : দেব (দেবস্য) + আলয়ঃ = দেবালয়ঃ ; নদী (নদ্যাঃ) + অম্বু = নদ্যাম্বু।

বাক্যের ক্ষেত্রে : ত্বম্ গৃহম্ গচ্ছসি। ত্বং গৃহং গচ্ছসি। (সন্ধি করে)।— এখানে প্রথম বাক্যে সন্ধি করা হয়নি, কিন্তু দ্বিতীয় বাক্যে সন্ধি করা হয়েছে। তাই বাক্যের ক্ষেত্রে সন্ধি করা বা না করা সম্পূর্ণ বক্তার উপর নির্ভর করছে। বাক্যে শ্রুতিমাধুর্যের জন্য অনেক ক্ষেত্রে সন্ধি করা হয়।

সন্ধি তিন প্রকার—স্বরসন্ধি, ব্যাঞ্জনসন্ধি ও বিসর্গসন্ধি।

স্বরসন্ধি : স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণে মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে স্বরসন্ধি বলে। যেমন—শশ + অঙ্কঃ = শশাঙ্কঃ; বিদ্যা + আলয়ঃ = বিদ্যালয়।

ব্যাঞ্জনসন্ধি : ব্যাঞ্জন বর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের বা ব্যাঞ্জন বর্ণের সঙ্গে ব্যাঞ্জন বর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয় তাকে ব্যাঞ্জন সন্ধি বলে। যেমন—সৎ + চরিত্রম্ = সচ্চরিত্রম্; দিক্ + অন্তঃ = দিগন্তঃ; গচ্ছন্ + এব = গচ্ছন্নেব।

বিসর্গসন্ধি : বিসর্গের সঙ্গে স্বরবর্ণের কিংবা বিসর্গের সঙ্গে ব্যাঞ্জনবর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে বিসর্গসন্ধি বলে। যেমন—বালকঃ + অয়ম্ = বালকোহয়ম্; গুনঃ + অপি = পুনরপি; পূণ; + চন্দ্রঃ = পূর্ণশ্চন্দ্রঃ

হল্ সন্ধি বিধায়ক কয়েকটি মুখ্য সূত্র নিম্নে আলোচনা করা হল—

• স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ

শ-কার এবং চ-বর্গের যোগে স-কারের শ-কার ও ত-বর্গের চ-বর্গ হয়। যেমন— রামশ্চেতে। রামশ্চিনোতি। সচ্চিৎ। শার্ঙ্গিঞ্জয়। স ত থ দ ধ ন + শ চ ছ জ ঝ ঔ = শ্ চ্ ছ্ জ্ ঝ্ ঞ্। স ত থ দ ধ ন— এই ৬টি স্থানী, শ, চ ছ জ ঝ ঞ— এই ৬টি আদেশ। যথাসংখ্যা-ন্যায়ে স্থানীর স্থানে আদেশ হয়ে থাকে। অর্থাৎ স্-সস্থানে শ, ত স্থানে চ, থ-স্থানে ছ— এই ক্রমে আদেশ হয়। কিন্তু স্থানী ও আদেশের মধ্যে যথাসংখ্যা অনুসৃত হলেও যোগে তা অনপেক্ষিত। অর্থাৎ, যোগের ক্ষেত্রে এরূপ কল্পনীয় নয় যে, সকারের সঙ্গে শকারের, ত-কারের সঙ্গে চকারের, থ-কারের সঙ্গে ছকারের এইরূপ যথাক্রমে প্রবৃত্ত হবে। এ বিষয়ে

Scanned with CamScanner

প্রমাণ পরবর্তী 'শাৎ' সূত্রে বলা হবে।

রমস্ + শেতে এইরূপ অবস্থায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রের সাহায্যে 'স্তোঃ শুনা শুঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'শ'-কারের যোগ থাকায় 'স'কারের শ-কার হওয়ায় 'রামশ্‌শেতে' পদ গঠিত হয়।

রামস্ + চিনোতি এই উদাহরণে চ-বর্গের যোগ থাকায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রের সাহায্যে 'স্তোঃ শুনা শুঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'চ'-বর্গের যোগ থাকায় 'স'কারের শ-কার করে 'রামশ্চিনোতি' পদ গঠিত হয়।

সৎ + চিৎ এই উদাহরণে 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রের সাহায্যে 'স্তোঃ শুনা শুঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'ত'-কারের 'চ' কার করে সচ্চিৎ পদ গঠিত হয়।

শার্ঙ্গিন্ + জয় এই উদাহরণে 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রের সাহায্যে 'স্তোঃ শুনা শুঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'ন্'-কারের 'ঞ' যোগ করে 'শার্ঙ্গিঞ্জয়' পদ গঠিত হয়।

ষ্টুনা ষ্টুঃ

য-কার এবং ট-বর্গের যোগে স-কার ও ত বর্গের স্থানে যথাক্রমে য-কার ও ট-বর্গ হয়। যেমন—রামষ্ষষ্ঠঃ। রামষ্টীকতে। পেষ্টা। তট্টীকা। চক্রিণ্টৌকসে। আলোচ্য সূত্রে "স্তোঃ শুনা শুঃ' সূত্র থেকে 'স্তোঃ' পদটি অনুবৃত্ত হয়েছে। রামস্ + ষষ্ঠঃ এইরূপ অবস্থায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' সূত্রের সাহায্যে 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' স-কারের য-কার করে রামষ্ষষ্ঠঃ পদ গঠিত হয়।

রামস্ + টীকতে এইরূপ অবস্থায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' সূত্রের সাহায্যে 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' এই সূত্রের দ্বারা স-কারের 'ষ' কার করে রামষ্টীকতে পদ গঠিত হয়।

পেষ্ + তা এইরূপ অবস্থায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' সূত্রের সাহায্যে 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' সূত্রের দ্বারা 'ত' কারের 'ট' কার করে পেষ্টা পদ গঠিত হয়।

তৎ + টীকা এইরূপ অবস্থায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' সূত্রের সাহায্যে 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' সূত্রের দ্বারা ত-কারের ট-কার করে তট্টীকা পদ গঠিত হয়।

চক্রিন্ + টৌকসে এইরূপ অবস্থায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' সূত্রের সাহায্যে 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' ন-কারের ণ-কার করে চক্রিণ্টৌকসে পদ গঠিত হয়। এর অর্থ হল হে সুদর্শন চক্রধারী তুমি যাচ্ছ।

তোর্লি

ল-কার পরে থাকলে ত-বর্গের স্থানে পরসবর্ণ আদেশ হয়। যেমন—তল্লয়ঃ। বিদ্বাল্লিখতি। ন কারের আনুনাসিক ল-কার হল। আলোচ্য সূত্রে 'অনুস্বারস্য যয়ি পরসবর্ণঃ সূত্র হতে 'পরসবর্ণঃ' অনুবৃত্ত হয়েছে। 'তত্ + লয়ঃ' এই অবস্থায় 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই সূত্রের সাহায্যে 'জলাং জশোঽন্তে' সূত্রের দ্বারা তকারের স্থানে দকার করে 'তদ + লয়ঃ'— এই রূপ অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই দুটি সূত্রের সাহায্যে 'তোর্লি' এই সূত্রের দ্বারা দকারের স্থানে ল-কার আদেশ করে 'তল্লয়ঃ' পদ গঠিত হল। এর অর্থ হল তার নাশ। 'বিদ্বান্ + লিখতি'—এই উদাহরণে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই দুই সূত্রের সাহায্যে 'তোর্লি' সূত্রের সাহায্যে নকারের স্থানে পরসবর্ণ 'ল্'কার করে 'বিদ্বাল্লিখতি' পদ সিদ্ধ হয়। 'ন' কারের অন্তরতম লঁকারই হল এখানে।

Scanned with CamScanner

ঝরো ঝরি সবর্ণে

হল্ এর পরে ঝর্ বিকল্পে লোপ হয় যদি সবর্ণ ঝর্ পরে থাকে। ঝর হল প্রত্যাহার। বর্গের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ তথা শ, ষ, স এই ২৩টি বর্ণ ঝল্ প্রত্যাহারের অন্তর্গত।

উদ্ থ্ থানম্ / উদ্ থ্ তম্ভনম্— স্থলে 'ঝরো ঝরি সবর্ণে' সূত্র দ্বারা (হলবর্ণ) দকারের পরবর্তী (ঝর্বর্ণ) থকারের পরসবর্ণ যথাক্রমে থকার ও তকারের পূর্ববর্তী (ঝর্) থকারের লোপে উদ্থানম্, এবং উদ্ তম্ভনম্ এই আকার হয়। লোপাভাবপক্ষে— উদ্খানম্, উদ্থ্তম্ভনম্।

শশ্ছোঽটি

ঝয় এর পরের শ-কারের বিকল্পে ছ-কার আদেশ হয় যদি অট্ পরে থাকে। 'তদ্ শিবঃ' এইরূপ স্থানে দ-কারের শ্চুত্বের দ্বারা জ-কার করা হলে 'খরি চ' সূত্রের দ্বারা জ-কারের চ-কার হল। যেমন— তচ্ছিবঃ, তচ্শিবঃ। ('শশ্ছোঽটি' সূত্রে অটি স্থানে অমি বলা উচিত)। যেমন—তচ্ছোকেন। আলোচ্য সূত্রে 'ঝয়ো হোঽন্যতরস্যাম্' সূত্র থেকে 'ঝয়ঃ' পদটি অনুবৃত্ত হয়েছে। 'তদ্ + শিবঃ' —এই স্থলে 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রের দ্বারা 'স্তোঃ শুনা শ্চুঃ' এই সূত্রের দ্বারা দকারের স্তানে জকার আদেশ করে 'তজ্ + 'শিবঃ'— এই অবস্থায় 'তসম্মিননিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'স্থানেঽন্তরতম' এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'খরি চ' এই সূত্রের দ্বারা জকারের চকার করে 'তচ্ শিবঃ' এই পদ গঠিত হল। এর অর্থ সেই শিব কিংবা তাহার শিব। 'শশ্ছোঽটি' স্থানে 'শশ্ছোঽমি'— এ বলা উচিত— এটা বার্ত্তিকের অর্থ। স চাসৌ শ্লোকশ্চ কিংবা তস্য শ্লোক'— এই রূপ বিগ্রহ করে 'তদ্ + শ্লোকেন'— এই অবস্থায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রের সাহায্যে 'স্তো' শুনা শ্চুঃ' এই সূত্রের সাহায্যে দকারের জকার করে তজ্ + শ্লোকেন এই অবস্থায় 'তস্মিননিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'স্থানেঽন্তরতম'— এই দুই সূত্রের সাহায্যে 'খরি চ' সূত্রের দ্বারা জকারের চকার করে 'তচ্ + শ্লোকেন' এই অবস্থা জাত হওয়ায় 'ছত্বমমীতি বাচ্যম্'— এই বার্ত্তিকের দ্বারা শকারের ছকার করে তচ্ছোকেন পদ সিদ্ধ হল।

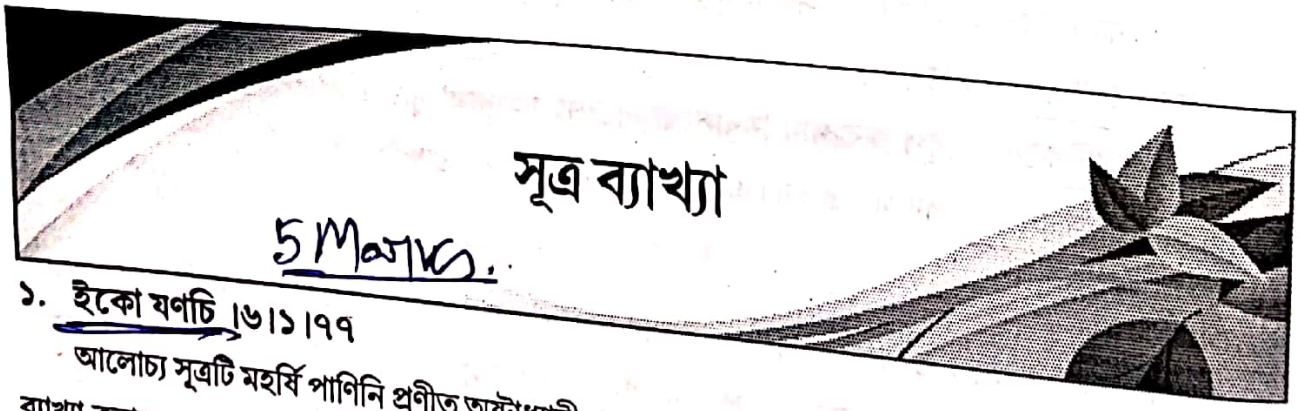

১. ইকো যণচি ।৬।১।৭৭

আলোচ্য সূত্রটি মহর্ষি পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৭৭ নং সূত্র। সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য বরদারাজ তাঁর লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থের অচ্-সন্ধিপ্রকরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সংহিতায় ইক্-এর স্থানে যণ্-আদেশ হয়। অর্থাৎ ইক্ (ই, উ, ঋ, ঌ) এর স্থানে যণ্ (য্ ব্ র্ ল্) হয় যদি অচ্ (অ, ই, উ, ঋ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ) পরে থাকলে এবং সংহিতা বা সন্ধির বিষয় হলে। সুধী + উপাস্যঃ —এইরূপ থাকলে। এটি একটি বিধি সূত্র। এই সূত্রে তিনটি পদ রয়েছে— ইক্, যণ্ এবং অচ্। সূত্রে 'ইকঃ' ষষ্ঠ্যন্ত পদ। 'ষষ্ঠী স্থানেযোগ্য' পরিভাষা অনুসারে ষষ্ঠীর অর্থ 'স্থানে'। 'যণ্'— প্রথমান্ত, অতএব 'অসতি

Scanned with CamScanner

বাধকে প্রথমায়া বিধেয়বিভক্তিত্বম্'—ন্যায়ে যণ্ এখানে বিধেয় অর্থাৎ আদেশ। 'অচি' সপ্তম্যন্ত, অর্থ—অচ্ পরে থাকলে।৬।১।৭২ সূত্র হতে 'সংহিতায়াম্' পদের অধিকার এসেছে। এইভাবে সূত্রের অর্থ দাঁড়িয়েছে—সন্ধিতে অচ্ পরে থাকলে ইক্ স্থানে যণ্ হয়। যেমন— দধ্যত্র > দধি + অত্র এইরূপ অবস্থায় 'ধ' কারোত্তর 'ই' কারের পরে অচ্ থাকার জন্য ই-কারের স্থানে য-কার হয়ে দধ্যত্র পদ গঠিত হল।

সুধী + উপাস্যঃ এই উদাহরণে সন্ধির বিষয় আছে। এই উদাহরণে ইক্ এবং অচ্ অনেকগুলি আছে। কিন্তু এই স্থলে প্রশ্ন হল কোন্ ইক্ এবং কোন্ অচ্-কে গ্রহণ করা হবে; তা এই সূত্রে স্পষ্ট করে বলা নেই। অর্থাৎ ইক্ পূর্বে থাকবে, নাকি অচ্ পূর্বে থাকবে। আর এই সমস্যাটিকে সমাধান করার জন্য বরদরাজ মহর্ষি পাণিনির পরবর্তী সূত্রটির (তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য) অবতারণা করেছেন।

২. অনচি চ ।৮।৪।৪৮ (Long question 5 অংশে same (ii))

আলোচ্য সূত্রটি মহর্ষি পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের ৪৮ নং সূত্র। সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য বরদারাজ তাঁর লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থের অচ্-সন্ধিপ্রকরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অচ্-এর পরে যর্-এর বিকল্পে দ্বিত হয়, যদি না পরে অচ্ থাকে। এই নিয়মানুসারে ধ্-কারের দ্বিত্ব হয় > সু ধ্ ধ্ য্ + উপাস্যঃ এইভাবে। 'যর্'-প্রত্যাহার হল 'হযবরট্' মাহেশ্বরসূত্রের 'য'-থেকে শুরু করে 'শষসর্' মাহেশ্বর সূত্রের 'র্'-পর্যন্ত ৩২টি বর্ণের সংজ্ঞা। 'যর্'-সংজ্ঞক বর্ণের দ্বিত্ব হবে যদি তার পূর্বে স্বরবর্ণ অর্থাৎ 'অচ্'- থাকে এবং পরে 'অচ্'-(স্বরবর্ণ)-না থাকে; অর্থাৎ ব্যঞ্জন বর্ণ থাকে। যেমন-'ধ্'-এর পূর্বে 'উ'-'অচ্' বর্ণ আছে; এবং পরে 'য্'-'হল্' বর্ণ আছে। সেই জন্য 'ধ্'-কারের দ্বিত্ব আদেশে সু ধ্ য্ উপাস্যঃ > সু ধ্ ধ্ য্ উপাস্যঃ রূপ হল।

Scanned with CamScanner

৪. অলোঽন্ত্যস্য ।১।১।৫২

আলোচ্য সূত্রটি মহর্ষি পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৫২ নং সূত্র। সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য বরদারাজ তাঁর লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থের অচ্-সন্ধিপ্রকরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ষষ্ঠী নির্দেশের দ্বারা যে আদেশ করা হয়, তা অন্ত্য অল্ এর স্থানে হয়ে থাকে। এইভাবে য-কারের লোপ হওয়ায় 'যণঃ প্রতিষেধো বাচ্যঃ' অর্থাৎ সংযোগান্ত পদের শেষে যণ্ প্রত্যাহারের কোন বর্ণের লোপ হবে না। সুদ্ধ্যুপাস্যঃ, মদ্ধ্বরিঃ, ধাত্ত্রাংশঃ, লাকৃতিঃ।

আলোচ্যস্থলে "ষষ্ঠী স্থানে যোগা" সূত্র থেকে 'ষষ্ঠী' এবং 'স্থানে' এই দুটি পদের অনুবৃত্তি হয়েছে। বরদরাজ স্থান ষষ্ঠীর উল্লেখ না করে 'ষষ্ঠী নির্দিষ্টঃ' এইরূপ বলেছেন; তাহলেও স্থান ষষ্ঠী নির্দেশের দ্বারা বিধীয়মান কার্য অন্ত্য অল্ এর স্থানেই হবে, এটাই মূল সূত্রার্থ। ফলতঃ 'সংযোগান্তস্য লোপঃ'—সূত্রে 'অলোঽন্ত্যস্য' সূত্রটি প্রবৃত্ত হয়ে সংযোগান্ত য-কারের লোপ হবে। কিন্তু 'যণঃ প্রতিষেধো বাচ্যঃ' এই বার্তিক সূত্রের দ্বারা য-কারের লোপ হল না। ফলে 'সুদ্ধ্যুপাস্য' পদ হল।—

(ক) সুধী উপাস্যঃ > সু ধ্ য্ উপাস্যঃ > সু দ্ ধ্ য্ উপাস্যঃ > সুদ্ধ্যুপাস্যঃ। দ্বিতাভাবপক্ষে সুধ্যুপাস্যঃ; যার অর্থ হল সুধীগণের দ্বারা সেবনীয়।

(খ) মধু অরিঃ > ম ধ্ ব্ অরিঃ > ম ধ্ ধ্ ব্ অরিঃ > ম দ্ ধ্ ব্ অরিঃ > মদ্ধ্বরিঃ। দ্বিত্বাভাবপক্ষে মধ্বরিঃ। যার অর্থ হল—মধু নামক রাক্ষসের শত্রু-বিষ্ণু।

(গ) ধাতৃত্রংশ > ধাতৃ + অংশঃ > ধা ত্র্ অংশঃ > ধাত্‌ত্রংশ। দ্বিত্বাভাবপক্ষে ধাত্রংশঃ। যার অর্থ হল-ব্রহ্মার অংশ। এখানে ঋ স্থানে র্ আদেশ হয়েছে।

(ঘ) লাকৃতিঃ > ঌ + আকৃতিঃ > ল্-আকৃতিঃ > লাকৃতিঃ। এইস্থলে 'ইকোযণচি' সূত্রানুসারে ঌ-এর স্থানে ল্ আদেশ হয়েছে। যার অর্থ হল ঌ-কারের আকৃতি সমান আকৃতি যার, অর্থাৎ বিষ্ণু।

৫. এচোঽয়বায়াবঃ ।৬।১।৭৮ (Long question 5 marks iv)

আলোচ্য সূত্রটি মহর্ষি পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৭৮ নং সূত্র। সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য বরদারাজ তাঁর লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থের অচ্-সন্ধিপ্রকরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অচ্ পরলে থাকলে এচ্ এর স্থানে যথাক্রমে অয়্, অব্, আয়্ এবং আব্ আদেশ হয়। 'অচ্'-বলতে বোঝায় সকল স্বরবর্ণ। 'এচ্' বলতে বোঝায়-এ, ও, ঐ, ঔ।

(ক) হরয়ে > হরে + এ > হর্ অয়্ এ > হরয়ে।

হরে + এ এই অবস্থায় রকারোত্তরবর্তী 'এ'-কারের 'অয়্' আদেশ হবে। অর্থাৎ "তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য" এবং "যথা সংখ্যামনুদেশঃ সমানাম্" এই দুটি সূত্রের দ্বারা এবং "এচোঽয়বায়াবঃ" পদ সিদ্ধ হয়।

(খ) বিষ্ণবে > বিষ্ণো + এ > বিষ্ণ অব্ এ > বিষ্ণবে বিষ্ণো + এ এই অবস্থায় "তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য" এবং "যথাসংখ্যামনুদেশঃ সমানাম্" এই দুটি সূত্রের দ্বারা এবং "এচোঽয়বায়বঃ" এই সূত্রের দ্বারা 'ও'-কারের 'অব্' আদেশ করে 'বিষ্ণবে' পদ সিদ্ধ হয়।

Scanned with CamScanner

(গ) নায়কঃ > নৈ + অকঃ > ন্ আয়্ অকঃ > নায়কঃ নৈ + অকঃ এই অবস্থায় 'ঐ'-কারের 'আয়্' আদেশ হবে। অর্থাৎ "তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য" এবং যথাসংখ্যামনুদেশঃ সমানাম্' এই দুটি সূত্রের দ্বারা এবং "এচোঽয়বায়াবঃ" এই সূত্রের দ্বারা 'ঐ'-কারের 'আয়্' আদেশ করে 'নায়কঃ' পদ সিদ্ধ হয়।

(ঘ) পাবকঃ > পৌ + অকঃ > প্ আব্ অকঃ > পাবকঃ পৌ + অকঃ এই অবস্থায় 'ঔ'-কারের 'আব্' আদেশ হবে। অর্থাৎ "তস্মিন্নিতি নির্দিষ্ট পূর্বস্য" এবং "যতাসংখ্যা-মনুদেশঃ সমানাম্" এই দুটি সূত্রের দ্বারা এবং "এচোঽয়বায়াবঃ" এই সূত্রের দ্বারা 'ঔ'-কারের 'আব্' আদেশ করে 'পাবকঃ' পদ সিদ্ধ হয়।

আলোচ্যস্থলে 'ইকো যণচি' সূত্র থেকে 'অচি' পদটি অনুবৃত্তি হয়েছে। 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' সূত্রটি যুক্ত হয়ে 'এচোঽয়বায়াবঃ' সূত্রটির অর্থ হল—'অচ্' এর এবং 'অচ্' এর স্বর্ণের অব্যবহিত পূর্বে 'এচ্' থাকলে এবং 'এচ্' এর সবর্ণ থাকলে তাদের স্থানে যথাক্রমে অয়্, অব্, আয় এবং আব্ আদেশ হবে। এই সূত্রটি একটি বিধি সূত্র।

Scanned with CamScanner

৮. আদ্ গুণঃ— ৬।১।৮৭ (Long question এসেছে) V

আলোচ্য সূত্রটি মহর্ষি পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৮৭ নং সূত্র। সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য বরদারাজ তাঁর লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থের অচ্-সন্ধিপ্রকরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

অ বর্ণের পরে অচ্ থাকলে পূর্বের অ-বর্ণ এবং পরের অচ্ এই উভয়ের স্থানে গুণ আদেশ হয়। যেমন— উপেন্দ্রঃ, গঙ্গোদকম্।

উপ + ইন্দ্রঃ > উপ্ এ ন্দ্রঃ > উপেন্দ্রঃ। এই রূপ অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অদেঙ্ গুণঃ' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিনটি সূত্রের সাহায্যে 'আদ্ গুণঃ' এই সূত্রের দ্বারা অ-কার এবং ই-কারের স্থানে গুণ করে 'উপেন্দ্রঃ' পদটি সিদ্ধ হয়।

গঙ্গা + উদকম্ > গঙ্গ্ ও দকম্ > গঙ্গোদকম্। এই রূপ অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অদেঙ্ গুণঃ' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিনটি সূত্রের সাহায্যে 'আদ্ গুণঃ' এই সূত্রের দ্বারা অ-কার এবং উ-কারের স্থানে গুণ করে 'গঙ্গোদকম্' পদটি সিদ্ধ হয়।

৯. উপদেশেঽজনুনাসিক ইৎ— ১।৩।২ (Long question এসেছে) VI

আলোচ্য সূত্রটি মহর্ষি পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ২ নং সূত্র। সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য বরদারাজ তাঁর লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থের অচ্-সন্ধিপ্রকরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

উপদেশে অনুনাসিক অচ্-এর ইৎ সংজ্ঞা হয়। পাণিনি প্রভৃতি আচার্য দ্বারা উক্ত বর্ণগুলি প্রতিজ্ঞা সমাধিগম্য আনুনাসিক্যবিশিষ্ট। লণ্ সূত্রস্থিত অ-বর্ণের সঙ্গে উচ্চার্যমান রেফ্ 'র্' এবং 'ল্' এই দুটি বর্ণের বোধক। আলোচ্য সূত্রে অনুনাসিক অচ্ এর ইৎ সংজ্ঞা করা হয়েছে। মুখ এবং নাকের দ্বারা উচ্চারিত বর্ণগুলিকে অনুনাসিক বর্ণ বলে। উচ্চারণ উপদেশ কালে হয়েছে। বর্তমান পাঠকদের পক্ষে পাণিনি প্রভৃতি আচার্যরা কোন্ কোন্ বর্ণকে মুখ এবং নাকের দ্বারা উচ্চারণ করেছিলেন তা জানা সম্ভব কী ভাবে? তার উত্তরে বলা হল 'প্রতিজ্ঞানুনাসিক্যাঃ পাণিনীয়াঃ'। অর্থাৎ প্রতিজ্ঞা হতে অনুনাসিক কে জানা হবে। 'এটি এই রূপ'—এইভাবে বলাটাকেই বলা হয় প্রতিজ্ঞা। পাণিনির শিষ্যরাই বলে দেবে যে এই এই বর্ণগুলি অনুনাসিক। আর যে বর্ণগুলি

Scanned with CamScanner

অনুনাসিক সেই বর্ণের ইৎ সংজ্ঞা হয়ে থাকে। যেমন— 'সু' বিভক্তির 'উ'-কার অনুনাসিক হওয়ায় তার ইৎ সংজ্ঞা এবং লোপ হয়; কিন্তু 'সুপ্' এর উ-কার অননুনাসিক, সে কারণেই এখানকার উ-কার লোপ হয় হয়না। যেমন— লতা শব্দে 'লতাসু'। পাণিনি 'উরণ্ রপরঃ' সূত্রে রপরঃ পদটির প্রয়োগ করেছেন। এখানে 'র' শব্দের দ্বারা 'র' প্রত্যাহার গৃহীত হয়েছে। এখানে 'হ য ব র ট্' মাহেশ্বর সূত্রের 'র্' এবং 'লণ্' এর 'ল্'-তে অবস্থিত অ— এই দুটিকে ধরে 'র' প্রত্যাহার হয়েছে। যদি 'ল্' এর অকার সানুনাসিক না হয় তাহলে তার ইৎ সংজ্ঞা হতে পারে না, অতেব পাণিনির এই 'র' প্রত্যাহারের ব্যবহার দেখে অনুমান করা যেতে পারে যে, 'লণ্' এই সূত্রের 'ল্' এর অ-কার অবশ্যই সানুনাসিক। সংজ্ঞাকে বলা হয় বোধক এবং সঙ্গীকে বলা হয় বোধ্য। অতএব 'লণ্' সূত্রে অবস্থিত ইৎ সঙ্গক অ-কারের সঙ্গে উচ্চারিত 'র্' একটি 'র' প্রত্যাহার হবে। এবং তা মধ্যস্থিত 'ল্' ও আদি বর্ণ 'র্' এর বোধক হবে।

১০. পূর্বত্রাসিদ্ধম্—৮।২।১

আলোচ্য সূত্রটি মহর্ষি পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১ নং সূত্র। সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য বরদারাজ তাঁর লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থের অচ্-সন্ধিপ্রকরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

সপাদ-সপ্তাধ্যায়ীর প্রতি ত্রিপাদী অসিদ্ধ। ত্রিপাদীতেও পূর্বের প্রতি পরবর্তীর সূত্র অসিদ্ধ। হর ইহ, হরয়িহ। বিষ্ণ ইহ, বিষ্ণবিহ।

সংস্কৃত ব্যকরণে মহর্ষি পাণিনি প্রণীত মূল ব্যাকরণ গ্রন্থটির নাম হল 'অষ্টাধ্যায়ী'। এই অষ্টাধ্যায়ীতে মোট ৮টি অধ্যায় রয়েছে। প্রত্যেকটি অধ্যায় আবার চারটি করে পাদে বিভক্ত। প্রথম ৭টি অধ্যায় এবং ৮ম অধ্যায়ের প্রথম পাদকে সপাদ সপ্তাধ্যায়ী এবং অষ্টম অধ্যায়ের শেষ তিনটি পাদকে একত্রে ত্রিপাদী বলে। আলোচ্য সূত্রটি অষ্টম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের প্রথম সূত্র। এর পূর্বের সকল সূত্রগুলি সপাদ সপ্তাধ্যায়ীর অন্তর্গত এবং এর পরবর্তী সূত্রগুলি ত্রিপাদীর অন্তর্গত। এই সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে পূববর্তী সপাদ সপ্তাধ্যায়ীর সমস্ত সূত্রের প্রতি পরবর্তী সূত্র সমূহ অসিদ্ধ। 'পূর্বত্রাসিদ্ধম্' সূত্রটি একটি অধিকার সূত্র। সেজন্য পরবর্তী প্রত্যেক সূত্রে এর অধিকার থাকবে। পরবর্তী প্রত্যেকটি সূত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এটি জানাবে যে তুমি পরবর্তী সূত্রের প্রতি অসিদ্ধ। এইভাবে ত্রিপাদীর অন্তর্গত প্রত্যেকটি সূত্রও পরবর্তী সূত্রের প্রতি অসিদ্ধ হবে। যেমন—

হরে + ইহ — এইরূপ ক্ষেত্রে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই দুটি সূত্রের সাহায্যে 'এচোঽয়বায়াবঃ' এই সূত্রের দ্বারা এ-কারের 'অয়্' আদেশ করে হরয়্ + ইহ এইরূপ অবস্থায় 'লোপঃ শাকল্যস্য' এই সূত্রের দ্বারা অ-বর্ণ পূর্বে থাকায় এবং 'অশ্' প্রত্যাহারস্থিত বর্ণ পরে থাকায় পদান্ত 'য'-কারের লোপ হলে 'হর ইহ' পদ হয়। এবং লোপাভাবে 'হরয়িহ' এই পদ হয়। এখানে প্রশ্ন করা হয় 'য' কার লোপের পর 'হর + ইহ' এইরূপ অবস্থায় 'আদ্গুণঃ' সূত্রের দ্বারা পুনরায় কেন গুণ হল না। এর উত্তরে বলা হল 'পূর্বত্রাসিদ্ধম্' সূত্রানুসারে যে সূত্রের দ্বারা 'য'কার লোপ হয়েছে সেই সূত্রটি 'লোপঃ শাকল্যস্য' (৮।৩।১৯) ত্রিপাদীর সূত্র। আর 'আদ্ গুণঃ' (৬।১।৮৭) সূত্রটি সপাদ সপ্তাধ্যায়ীর সূত্র হওয়ায় 'আদ্ গুণঃ' সূত্রের দৃষ্টিতে 'লোপঃ শাকলস্য' সূত্রটি অসিদ্ধ হওয়ায় য-লোপটিও অসিদ্ধ। ফলত 'আদগুণঃ' সূত্রটি এখানে প্রযুক্ত হবে না।

বিষ্ণব্ + ইহ—এইরূপ ক্ষেত্রে 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই দুটি সূত্রের সাহায্যে 'এচোঽয়বায়াবঃ' এই সূত্রের দ্বারা ও-কারের 'অব্' আদেশ করে বিষ্ণব্ + ইহ এইরূপ অবস্থায় 'লোপঃ

Scanned with CamScanner

শাকল্যস্য' এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত ব-কারের বিকল্পে লোপ করে 'বিল্ল ইহ' পদটি হয়। এবং লোপের অভাবে 'বিল্লবিহ' পদটি সিদ্ধ হয়। এখানেও 'পূর্বত্রাসিদ্ধম্' সূত্রানুসারে 'বিল্ল ইহ' স্থানে কোন্ গুণ হল না। কারণ 'আদ্ গুণঃ' সূত্রের দৃষ্টিতে 'লোপঃ শাকলস্য' সূত্রটি অসিদ্ধ।

১১. ভূবাদয়ো ধাতবঃ— ১।৩।১

আলোচ্য সূত্রটি মহর্ষি পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১ নং সূত্র। সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য বরদারাজ তাঁর লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থের অচ্-সন্ধিপ্রকরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

ক্রিয়াবাচক ভূ প্রভৃতির ধাতু সংজ্ঞা হয়। ভূশ্চ বাশ্চ ইতি ভূবৌ। ভূ এবং বা এই দুটির দ্বন্দ্ব সমাস করে এবং 'আদিশ্চ আদিশ্চ' ইতি আদী এইভাবে দুটি আদি শব্দের সমাস করলে যে 'আদী' শব্দ হয় সেই আদী শব্দের সঙ্গে ভূবৌআদীযেষাম্ অর্থাৎ ভূ এবং বা আদি যার এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করে 'ভূবাদয়ঃ' পদ গঠিত হয়। আলোচ্য স্থলে প্রথম আদি পদটির অর্থ প্রভৃতি এবং দ্বিতীয় আদি পদটির অর্থ প্রকার। প্রকারের আবার দুই প্রকার অর্থ রয়েছে— একটি হল ভেদ অপরটি হল সদৃশ। তাহলে আলোচ্য স্থলে অর্থ হল 'ভূ'-প্রভৃতয়ঃ 'বা' সদৃশা যেতে ধাতু সংজ্ঞকাঃ ভবন্তি। সাদৃশ্য এখানে ক্রিয়াবাচকত্ব। ফলত অর্থ হল ভূ প্রভৃতির ক্রিয়াবাচিক হলে তাদের ধাতুসংজ্ঞা হবে। কেবল ভূ প্রভৃতিকে ধাতু বললে 'যাঃ পশ্যসি' স্থলে 'যা' ধাতু রূপে গণ্য হতে পারে। আর তা যদি হয় তাহলে তা অনিষ্ট হবে। আবার কেবল ক্রিয়াবাচীকে ধাতু বললে 'হিরুক' শব্দের ধাতু সংজ্ঞা হয়। এটাও কিন্তু অনিষ্ট। সেইজন্যই উভয়ের উপাদানপূর্বক বলা হয়েছে ভূবাদয়ো ধাতবঃ।

Scanned with CamScanner

১৬. আদ্যন্তৌ টকিতৌ—১।১।৪৬

আলোচ্য সূত্রটি মহর্ষি পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৪৬ নং সূত্র। সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য বরদারাজ তাঁর লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থের হল্-সন্ধিপ্রকরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

টিৎ ও কিৎ যাহার বলা হইয়াছে উহারা যথাক্রমে তাহার আদ্যবয়ব ও অন্তাবয়ব হয়। আদিশ্চ অন্তশ্চ = আদ্যন্তৌ। টশ্চ কশ্চ = টকৌ, দ্বন্দ্বসমাস। ট ও ক এই দুইটিতে যে আকার আছে উহা উচ্চরণার্থ। পরে দ্বন্দ্বসমাসনিষ্পন্ন টকৌ পদের সহিত ইৎপদের বহুব্রীহি সমাস করিলে 'টকৌ ইতৌ যয়ন্তৌ'—ট ও ক ইৎ যাহার, আদির অর্থ আদ্যবয়ব এবং অন্তের অর্থ অন্তাবয়ব, টকৌ ইতৌ যয়োঃ— এই রূপ বিগ্রহো 'ইৎ' পদটি দ্বন্দ্বের শেষে, সেই জন্য উহার অন্বয় প্রত্যেকটির সহিত হইয়া থাকে। আগামটি যদি টিৎ হয় তাহা হইলে যার আগম তার শুরুতে বসবে, এবং আগমটি যদি কিৎ হয় তাহা হলে যাহার আগম তার পরে বসবে।

১৭. ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্ নিত্যম্— ৮।৩।৩২

আলোচ্য সূত্রটি মহর্ষি পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ৩২ নং সূত্র। সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য বরদারাজ তাঁর লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থের হল্-সন্ধিপ্রকরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

হ্রস্বের উত্তর যে 'ঙম্' তা অন্তে আছে এমন যে পদ তার উত্তর অচের ঙমুট্ (আগম হয়)। যথা— প্রত্যঙ্ঙাত্মা। সুগন্নীশঃ। সন্নচ্যুতঃ।। 'প্রত্যঙ্ + আত্মা'— এই অবস্থাতে 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য', 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্'— এই দুই সূত্রের সহায়তায় 'ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্নিতাম্' সূত্রের সাহায্যে 'আকারের 'ঙুট্' আগম করে এবং 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' সূত্র দ্বারা চিৎ বলে আদ্যবয়ব করিয়া ও অনুবন্ধলোপ করে 'প্রত্যঙ্ঙাত্মা' সিদ্ধ হয়। ইহার অর্থ অন্তরাত্মা'। 'সুগণ্ + ঈশঃ' এই অবস্থায় 'তস্মাতিত্যুত্তরস্য', 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই দুটি সূত্রের সাহায্যে 'ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্ নিত্যম্' এই সূত্রের সাহায্যে 'ঈ'কারার 'নুট্' আগম করে এবং 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' এই সূত্রানুযায়ী টিৎ বলিয়া আদ্য-বয়ব করিয়া এবং অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'সুগন্নীশঃ' রূপ সিদ্ধ হয়। 'সন্ + অচ্যুতঃ' এই অবস্থায় 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য', 'যথাসংখ্যামনুদেশঃ সমানাম্' এই দুটি সূত্রের সাহায্যে 'ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্নিত্যম্' এই সূত্রের সাহায্যে টিৎ বলে আদ্যবয়ব ও অনুবন্ধ লোপ করে 'সন্নচ্যুতঃ' রূপ সিদ্ধ হয়।

১৮. খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ ৮।৩।১৫

আলোচ্য সূত্রটি মহর্ষি পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ী গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের ১৫ নং সূত্র। সূত্রটিকে ব্যাখ্যা করার জন্য বরদারাজ তাঁর লঘুসিদ্ধান্তকৌমুদী গ্রন্থের হল্-সন্ধিপ্রকরণের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

খর্ পরে থাকলে কিংবা অবসান হলে পদান্ত রেফের বিসর্গ হয়। সম্ পুম্ এবং কান্ এর অর্থাৎ বিসর্গের সকার আদেশ হয়, যেমন— সংস্স্কর্তা, সংস্স্কর্তা। সম্ + স্কর্তা এই অবস্থায় সুট্ পরে থাকায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'আলোঽন্ত্যস্য'— এই সূত্রদ্বয়ের সহায়তায় 'সমঃ সুটি'— এই সূত্রের দ্বারা সকারের 'রু' আদেশ করে এবং অনুবন্ধলোপ করে 'সর্ + স্কর্তা'— এই অবস্থায় 'অত্রানুনাসিকঃ পূর্বস্য তু বা'— এই সূত্রের দ্বারা 'রু'— এর পূর্বের অকারের বিকল্পে অনুনাসিক আদেশ করে 'সঁর্ + স্কর্তা'— এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' এই সূত্রের সহায়তায় 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ' এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত রেফের বিসর্গ আদেশ করে সঁঃ

Scanned with CamScanner

+ স্কর্তা এই অবস্থায় 'সংপুংকানাং সো বক্তব্যঃ' এই সূত্রের দ্বারা রু এর পূর্বে স্থিত অকারের উত্তর অনুস্বারের আগম করে 'সংর্ + স্কর্তা' এই রূপ অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য'— এই সূত্রের সহায়তায় 'খরবসানয়োর্বিসর্জনীয়ঃ'-এই সূত্রের দ্বারা পদান্ত রেফের বিসর্গ করে 'সংঃ + স্কর্তা' এই অবস্থাতে 'সংপুংকানাং সো বক্তব্যঃ' এই বার্ত্তিকের দ্বারা 'সম্' এর বিসর্গের সকার আদেশ করে 'সংসস্কর্তা' এই পদ সিদ্ধ হয়।

Scanned with CamScanner

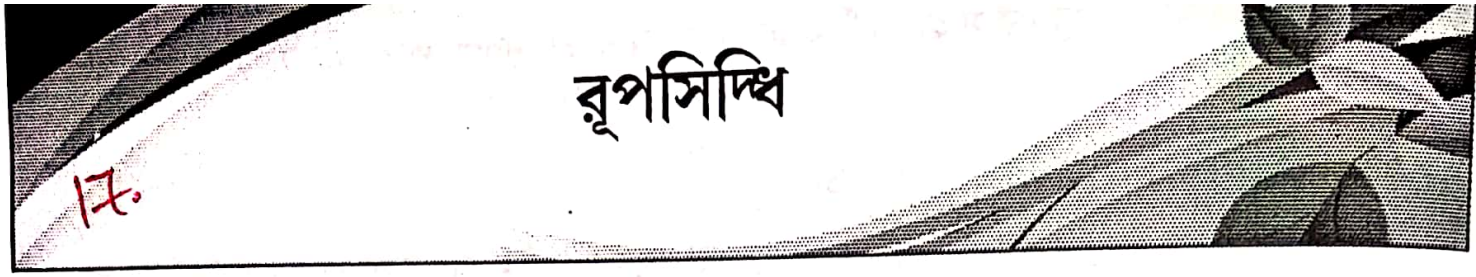

রূপসিদ্ধি

১. হরয়ে

হরয়ে > হরে + এ > হর্ অয্ এ > হরয়ে।

হরে + এ এই অবস্থায় রকারোত্তরবর্ত্তী 'এ'-কারের 'অয্' আদেশ হবে। অর্থাৎ "তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য" এবং "যথা সংখ্যামনুদেশঃ সমানাম্" এই দুটি সূত্রের দ্বারা এবং "এচোঽয়বায়াবঃ" সূত্রের দ্বারা এ-কারের 'অয্' আদেশ করে 'হরয়ে' পদটি গঠিত হয়।

২. বিষ্ণবে

বিষ্ণবে > বিষ্ণো + এ > বিষ্ণ অব্ এ > বিষ্ণবে।

Scanned with CamScanner

বিষ্ণো + এ এই অবস্থায় "তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য" এবং "যথাসংখ্যামনুদেশঃ সমানাম্" এই দুটি সূত্রের দ্বারা এবং "এচোঽয়বায়বঃ" এই সূত্রের দ্বারা 'ও'-কারের 'অব্' আদেশ করে 'বিষ্ণবে' পদ সিদ্ধ হয়।

৩. **নায়কঃ**

নায়কঃ > নৈ + অকঃ > ন্ আয়্ অকঃ > নায়কঃ।

নৈ + অকঃ এই অবস্থায় 'ঐ'-কারের 'আয়্' আদেশ হবে। অর্থাৎ "তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য" এবং যথাসংখ্যামনুদেশঃ সমানাম্' এই দুটি সূত্রের দ্বারা এবং "এচোঽয়বায়াবঃ" এই সূত্রের দ্বারা 'ঐ'-কারের 'আয়্' আদেশ করে 'নায়কঃ' পদ সিদ্ধ হয়।

৪. **পাবকঃ**

পাবকঃ > পৌ + অকঃ > প্ আব্ অকঃ > পাবকঃ।

পৌ + অকঃ এই অবস্থায় 'ঔ'-কারের 'আব্' আদেশ হবে। অর্থাৎ "তস্মিন্নিতি নির্দিষ্ট পূর্বস্য" এবং "যথাসংখ্যামনুদেশঃ সমানাম্" এই দুটি সূত্রের দ্বারা এবং "এচোঽয়বায়াবঃ" এই সূত্রের দ্বারা 'ঔ'-কারের 'আব্' আদেশ করে 'পাবকঃ' পদ সিদ্ধ হয়।

৫. **গব্যম্**

গব্যম্ > গো + যম্ > গ্ অব্ যম্ > গব্যম্।

এখানে 'গো + যম্'-এই অবস্থায় "তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য" এবং "যথাসংখ্যামনুদেশঃ সমানাম্" এই দুটি সূত্রের সাহায্যে "বাল্তো যি প্রত্যয়ে" সূত্রের দ্বারা ও-কারের 'অব্' আদেশ করে 'গব্যম্' পদটি সিদ্ধ হয়। এর অর্থ হল গো জাত দ্রব্য অর্থাৎ দুগ্ধ, ঘৃত প্রভৃতি।

৬. **নাব্যম্**

নাব্যম্ > নৌ + যম্ > ন্ আব্ যম্ > নাব্যম্।

এখানে 'নৌ + যম্'-এই অবস্থায় "তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য" এবং "যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্" এই দুটি সূত্রের সাহায্যে "বাল্তো যি প্রত্যয়ে" সূত্রের দ্বারা 'ঔ'-কার 'আব্'-আদেশ করে 'নাব্যম্' পদ সিদ্ধ হয়। যার অর্থ হল—নৌকার দ্বারা উত্তরণযোগ্য (জল-জলাশয়)।

৭. **গব্যূতিঃ**

গব্যূতিঃ > গো + যূতিঃ > গ্ অব্ যূতিঃ > গব্যূতিঃ 'গো + যূতিঃ'— এইরূপ অবস্থায় "অধ্বপরিমাণে চ" এই বার্ত্তিক সূত্রের দ্বারা 'ও'-কারের 'অব্' আদেশ করে 'গব্যূতিঃ' পদ সিদ্ধ হয়। যার অর্থ হল—দুই ক্রোশ পরিমাণ পথ।

Scanned with CamScanner

৮. উপেন্দ্রঃ

উপেন্দ্রঃ > উপ + ইন্দ্রঃ > উপ্ এ ন্দ্রঃ > উপেন্দ্রঃ। এই রূপ অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অদেঙ্ গুণঃ' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিনটি সূত্রের সাহায্যে 'আদ্ গুণঃ' এই সূত্রের দ্বারা অ-কার এবং ই-কারের স্থানে গুণ করে 'উপেন্দ্রঃ' পদটি সিদ্ধ হয়।

৯. গঙ্গোদকম্

গঙ্গোদকম্ > গঙ্গা + উদকম্ > গঙ্গ্ ও দকম্ > গঙ্গোদকম্। এই রূপ অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অদেঙ্ গুণঃ' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিনটি সূত্রের সাহায্যে 'আদ্ গুণঃ' এই সূত্রের দ্বারা অ-কার এবং উ-কারের স্থানে গুণ করে 'গঙ্গোদকম্' পদটি সিদ্ধ হয়।

১০. কৃষ্নর্দ্ধিঃ

কৃষ্নর্দ্ধিঃ— 'কৃষ্ন + ঋদ্ধিঃ' এই রূপ অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অদেঙ্ গুণঃ' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিনটি সূত্রের সাহায্যে 'আদ্ গুণঃ' এই সূত্রের দ্বারা অ-কার এবং ঋ-কার এই উভয়ের স্থানে গুণ করে এবং 'উরণ্ রপরঃ' সূত্রের দ্বারা রপরঃ করে 'র' প্রত্যাহারের দ্বারা 'র্' এবং 'ল্' এই উভয়ের যোগে 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'রপরঃ' করে 'কৃষ্নর্দ্ধিঃ' পদটি সিদ্ধ হয়।

১১. তবল্কারঃ

তবল্কারঃ— 'তব + ঌ কারঃ' এই রূপ অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'অদেঙ্ গুণঃ' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিনটি সূত্রের সাহায্যে 'আদ্ গুণঃ' এই সূত্রের দ্বারা অ-কার এবং ঌ-কার এই উভয়ের স্থানে গুণ 'অ' একাদশ করে এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' সূত্রের সাহায্যে 'উরণ্ রপরঃ' সূত্রের দ্বারা 'লপর' করে 'তবল্কারঃ' পদটি সিদ্ধ হয়।

১২. কৃষ্নৈকত্বম্

কৃষ্নৈকত্বম্— 'কৃষ্ন + একত্বম্'—এই রূপ অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' এই দুটি সূত্রের সহায়তায় 'বৃদ্ধিরেচি' সূত্রের দ্বারা পূর্ব এবং পরের স্থানে অর্থাৎ অ-কার ও এ-কারের স্থানে বৃদ্ধি একাদেশে 'স্থানেঽন্তরতমঃ' সূত্রের দ্বারা কণ্ঠ এবং কণ্ঠতালু বিশিষ্ট বর্ণের স্থানে কণ্ঠ্যতালু বিশিষ্ট বৃদ্ধি ঐ-কার আদেশ হওয়ায় 'কৃষ্নৈকত্বম্' পদটি সিদ্ধ হল। এর অর্থ হল— কৃষ্নের একরূপতা।

Scanned with CamScanner

১৬. অক্ষৌহিণী

অক্ষৌহিণী— 'অক্ষ + ঊহিনী'—এইরূপ অবস্থায় অক্ষ শব্দের অ-বর্ণের পর ঊহিনী শব্দ থাকায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', বৃদ্ধিরাদৈচ এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ'— এই তিনটি সূত্রের সহায়তায় 'অক্ষাদূহিন্যামুপসংখ্যানম্' এই বার্তিক সূত্রের দ্বারা বৃদ্ধি একাদেশ করে 'অক্ষৌহিণী' এইরূপ অবস্থায় 'পূর্বপদাৎ সংজ্ঞায়ামগঃ' এই সূত্রের দ্বারা সংজ্ঞা বলে 'ন'-কারের 'ণ'-কার করে 'অক্ষৌহিণী' পদটি গঠিত হল।

১৭. প্রৌহঃ

প্রৌহঃ— প্র + ঊহঃ— এইরূপ অবস্থায় 'প্রকারের অ-কারের পর ঊহ থাকায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', বৃদ্ধিরাদৈচ এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিনটি সূত্রের সাহায্যে 'প্রাদূহোঢোঢ্যেষেষ্যেষু' সূত্রের দ্বারা বৃদ্ধি 'ঔ'-কার আদেশ করে প্রৌহঃ পদটি গঠিত হয়। এর অর্থ হল তার্কিক।

এইরূপ ভাবে প্র + ঊঢ়ঃ = প্রৌঢ়ঃ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে) , প্র + ঊঢ়ি = প্রৌঢিঃ (বার্ধক্য), প্র + এষঃ = প্রৈষঃ (প্রেষণ), প্র + এষ্যঃ = প্রৈষ্যঃ (দাস) পদগুলি হয়েছে।

১৮. সুখার্তঃ

সুখ + ঋতঃ এইরূপ অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য', 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই তিনটি সূত্রের সাহায্যে 'ঋতে চ তৃতীয়াসমাসে' বার্তিক সূত্রের দ্বারা পূর্ব ও পরের স্থানে বৃদ্ধিএকাদেশ অ-কার করে এবং 'উরণ্ রপরঃ' সূত্রের দ্বারা র-প্রত্যাহার করে এবং 'স্থানেঽন্তরতমঃ' সূত্র দ্বারা 'র্' পর করে 'সুখার্তঃ' পদটি গঠিত হয়।

Scanned with CamScanner

২৩. শকন্ধুঃ

শকন্ধুঃ— শক + অন্ধুঃ এইরূপ অবস্থায় সবর্ণ দীর্ঘ প্রাপ্তিতে 'অচোঽন্ত্যাদি টি' সূত্রের দ্বারা 'ক'কারের উত্তরবর্তী অ-কারের টি-সংজ্ঞা হওয়ায় এবং 'শকন্ধাদিষু পররূপং বাচ্যম্' এই বার্তিক সূত্রের দ্বারা পূর্বের 'টি' এবং পরের 'অচ্' এর স্থানে পররূপ অ-কার একাদেশ করে শকন্ধুঃ পদটি গঠিত হয়। এর অর্থ হল শকদেশ বিশেষের কূপ।

Scanned with CamScanner

২৫. মণীষা

মণীষা— মনস্ + ঈষা এইরূপ অবস্থায় 'অচোঽন্ত্যাদি টি' সূত্রের দ্বারা 'অস্' এর টি-সংজ্ঞা করে এবং 'শকন্ধাদিষু পররূপং বাচ্যম্' এই বার্তিক সূত্রের দ্বারা পূর্বের 'টি' এবং পরের 'ঈ' এর স্থানে পররূপ একাদেশ করে 'মণীষা' পদটি গঠিত হয়।

২৬. মার্তণ্ডঃ

মার্তণ্ডঃ— মৃত + অণ্ডঃ এইরূপ অবস্থায় 'শকন্ধাদিষু পররূপং বাচ্যম্' এই বার্তিক সূত্রের দ্বারা পররূপ একাদেশ করে মৃতণ্ড পদ গঠিত হল। এই মৃতণ্ড শব্দের উত্তর 'তত আগতঃ' সূত্রের দ্বারা অণ্ প্রত্যয় করে 'মার্তণ্ডঃ' পদটি গঠিত হয়। যার অর্থ হল সূর্য।

২৭. শিবেহি

শিবেহি— 'শিব + এহি' —এইরূপ অবস্থায় এহি-পদে এ-কারের যে গুণ একাদেশ করা হয়েছে ঐ একাদেশ 'অন্তাদিবচ্চ' এই সূত্রের দ্বারা আঙ্-এর ন্যায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' সূত্রের সাহায্যে 'ওমাঙোশ্চ' সূত্রের দ্বারা অ-বর্ণ পূর্বে ও আঙ্ পরে থাকায় পূর্ব ও পরের স্থানে পররূপ একাদেশ করে শিবেহি পদটি সিদ্ধ হয়। এর অর্থ হল— হে শিব, এস।

২৮. হরেঽব

হরেঽব— হরে + অব— এইরূপ অবস্থায় 'এচোঽয়বায়বঃ' এই সূত্রের প্রাপ্তিতে তা না হয়ে বর্তমান সূত্র 'এঙঃ পদান্তাদতি' সূত্রের দ্বারা পূর্বের এ-কার ও পরের অ-কারের স্থানে পূর্বরূপ একাদেশ করে 'হরেঽব' পদটি সিদ্ধ হয়।

২৯. বিষ্ণোঽব

বিষ্ণোঽব— বিষ্ণো + অব— এইরূপ অবস্থায় 'এচোঽয়বায়বঃ' এই সূত্রের প্রাপ্তিতে তা না হয়ে বর্তমান সূত্রের দ্বারা পূর্বের ও-কার ও পরের অ-কারের স্থানে পূর্বরূপ একাদেশ করে 'বিষ্ণোঽব' পদটি সিদ্ধ হয়।

Scanned with CamScanner

৩৮. সচ্চিৎ

সচ্চিৎ—সৎ + চিৎ এই উদাহরণে 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রের সাহায্যে 'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'ত'-কারের 'চ' কার করে সচ্চিৎ পদ গঠিত হয়।

৩৯. শার্ঙ্গিঞ্জয়

শার্ঙ্গিঞ্জয়— শার্ঙ্গিন্ + জয় এই উদাহরণে 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই সূত্রের সাহায্যে 'স্তোঃ শ্চুনা শ্চুঃ' এই সূত্রের দ্বারা 'ন্'-কারের 'ঞ' যোগ করে 'শার্ঙ্গিঞ্জয়' পদ গঠিত হয়।

৪০. রামষ্টীকতে

রামষ্টীকতে— রামস্ + টীকতে এইরূপ অবস্থায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' সূত্রের সাহায্যে 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' এই সূত্রের দ্বারা স-কারের 'ষ' কার করে রামষ্টীকতে পদ গঠিত হয়।

৪১. পেষ্টা

পেষ্টা— পেষ্ + তা এইরূপ অবস্থায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' সূত্রের সাহায্যে 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' সূত্রের দ্বারা 'ত' কারের 'ট' কার করে পেষ্টা পদ গঠিত হয়।

৪২. তট্টীকা

তট্টীকা— তৎ + টীকা এইরূপ অবস্থায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' সূত্রের সাহায্যে 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' সূত্রের দ্বারা ত-কারের ট-কার করে তট্টীকা পদ গঠিত হয়।

৪৩. চক্রিণ্টৌকসে

চক্রিণ্টৌকসে— চক্রিন্ + টৌকসে এইরূপ অবস্থায় 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' সূত্রের সাহায্যে 'ষ্টুনা ষ্টুঃ' ন-কারের ণ-কার করে চক্রিণ্টৌকসে পদ গঠিত হয়। এর অর্থ হল হে সুদর্শন চক্রধারী তুমি যাচ্ছ।

৪৪. বাগীশঃ

বাগীশঃ—বাক্ + ঈশঃ এইরূপ অবস্থায় 'স্থানেঽন্তরতমঃ' এই সূত্রের সাহায্যে 'ঝলাং জশোঽন্তে' এই সূত্রের দ্বারা ক্-স্থানে গ্-করে বাগীশঃ পদ গঠিত হয়েছে।

এই সূত্রের আরো কয়েকটি উদাহরণ হল— দিক্ + অন্ত = দিগন্তঃ, জগৎ + ঈশঃ = জগদীশঃ, চিৎ + আনন্দঃ = চিদানন্দঃ, ধাবৎ + ভিঃ = ধাবদ্ভিঃ, মধুলিট্ + গুঞ্জতি = মধুলিড্‌গুঞ্জতি প্রভৃতি।

Scanned with CamScanner

৪৬. চিন্ময়ম্

চিন্ময়ম্— 'চিৎ + ময়ম্'— এই অবস্থায় 'স্থানেঽন্তরতমঃ'— এই সূত্রের সাহায্যে 'ঝলাং জশোঽন্তে' এই সূত্রের সাহায্যে তকারের দ-কার করে 'চিদ্ + ময়ম্' এই অবস্থায় 'তস্মিন্নিতি নির্দিষ্টে পূর্বস্য' 'স্থানেঽন্তরতমঃ ' এই দুই সূত্রের সাহায্যে 'প্রত্যয়ে ভাষায়াং নিত্যম্' এই বার্ত্তিকের দ্বারা 'চিন্ময়ম্' পদ গঠিত হল।

৪৭. সুগন্নীশঃ

সুগন্নীশঃ— 'সুগণ্ + ঈশঃ' এই অবস্থায় 'তস্মাতিত্যুত্তরস্য', 'যথাসংখ্যমনুদেশঃ সমানাম্' এই দুটি সূত্রের সাহায্যে 'ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্ নিত্যম্' এই সূত্রের সাহায্যে 'ঈ'কারার 'নুট্' আগম করে এবং 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' এই সূত্রানুযায়ী টিৎ বলিয়া আদ্য-বয়ব করিয়া এবং অনুবন্ধ লোপ করিয়া 'সুগন্নীশঃ' রূপ সিদ্ধ হয়।

৪৮. সন্নচ্যুতঃ

সন্নচ্যুতঃ— 'সন্ + অচ্যুতঃ' এই অবস্থায় 'তস্মাদিত্যুত্তরস্য', 'যথাসংখ্যামনুদেশঃ সমানাম্' এই দুটি সূত্রের সাহায্যে 'ঙমো হ্রস্বাদচি ঙমুণ্নিত্যম্' এই সূত্রের সাহায্যে টিৎ বলে আদ্যবয়ব ও অনুবন্ধ লোপ করে 'সন্নচ্যুতঃ' রূপ সিদ্ধ হয়।

৪৯. সুদ্ধ্যুপাস্যঃ

সুধীভিরুপাস্য— সুদ্ধুপাস্য। সুধী + উপাস্য এই অবস্থায় 'ইকোযণচি' এই সূত্রে ইকের স্থানে যণ আদেশ। এখানে ইক্ বলতে ই উ ঋ ঌ এবং তাদের দীর্ঘ বর্ণকে বোঝায়। যণ বলতে য্ ব্ র্ ল্ এই চারটি বর্ণকে বোঝায়। এদের মধ্যে 'স্থানেন্তরতমঃ' এই পরিভাষা সূত্র সহকারে আলোচ্য সূত্রে তালুস্থানীয় ঈ-কারের স্থানে তালু স্থানীয় য-কারের আদেশ হলে রূপ হয় সুধ্য্ + উপাস্য। এরপর 'অণচি চ' সূত্র দ্বারা সকারোত্তরবর্তী উ-কারের পরে থাকা ধ-কারের বিকল্পে দ্বিত্ব বিধান। সুধ্ধ্য্ + উপাস্য এরূপ হলে দ্বিত্বপক্ষে 'ঝলাং জশ ঝশি' সূত্রের দ্বারা স-কার পরবর্তী ধ-কারের দ-কার আদেশ। সুদ্ ধ্ য্ + উপাস্য এই স্থিতিতে 'সংযোগান্তস্যালোপঃ ', 'অলোদন্তস্য' এই সূত্রদ্বয়ে সংযোগান্ত যকারের লোপপ্রাপ্তে 'যণঃ প্রতিষেধো বাচ্যঃ' এই বার্তিক সূত্রে লোপ বিধানের নিষেধ এবং 'যণো ময়ো দ্বে বাচ্যে' যণ্ ইতি ষষ্ঠী, ময়ো ইতি পঞ্চমী এই বিধি সহকারে য-কারের বিকল্পে দ্বিত্ব করলে রূপ হয় সুদ্ ধ্ য্ য্ + উপাস্য এবং শেষে 'অচ্হীনং পরেণ সংযোজ্যম্' এই নিয়মে পরস্পর বর্ণের সংযোগ করলে মোট চার প্রকারে আলোচ্য পদটির গঠন হয়। যেমন—

১. সুদ্ধ্যুপাস্য— অণচি চ সূত্রে ধ কারের বৈকল্পিক দ্বিত্ব এবং য-কারের দ্বিত্বাভাব।

২. সুধ্যযুপাস্য— ধ-কারের দ্বিত্বাভাব, যণোময়ো দ্বে বাচ্যে সূত্রে য-কারের দ্বিত্ব।

Scanned with CamScanner

৩. সুধ্যুপাস্য— ধ এবং য-কারের দ্বিত্বাভাব।

৪. সুদ্‌ধ্যুপাস্য— ধ কার এবং য কারের দ্বিত্ব বিধান পক্ষে।

Scanned with CamScanner